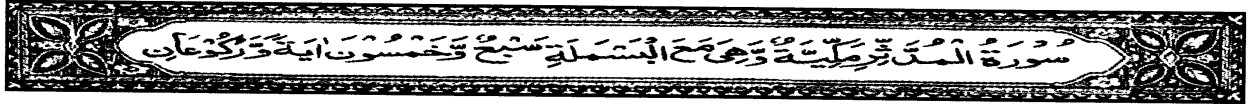


সূরা আল্ মুদ্দাস্‌সের-৭৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর প্রথম দুই-তিনটির মধ্যে যে এটি একটি, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। এই সূরা ও পূর্ববর্তী সূরা (সূরা মুয্যাম্মেল) ‘জময’ সূরা বলে মনে হয়। এই দুটি সূরা প্রায় একই সময়ে অবতীর্ণ হয় এবং বিষয় ও ভাষার দিক থেকেও এরা প্রায় অনুরূপ। বস্তুত এই সূরাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ব সূরাটির সম্পূরক। পূর্ব সূরার নিবেদিত চিন্তে প্রার্থনাকারী ‘মুয্যাম্মেল’ আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার প্রত্নতি সম্পন্ন করে এখন এই সূরার ‘মুদ্দাস্‌সেরের’ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন, যিনি এই নামের গুণে পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করবেন, সকল অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে মানবকে শৃঙ্খল-মুক্ত করাবেন, কুপথ-গামীর জন্য সতর্কারী হবেন, সুপথগামীর পথ-প্রদর্শক হবেন এবং সত্যান্বেষীদের নেতৃত্ব দান করবেন। এই সময় থেকে মহানবী (সাঃ) এর জীবন আর তাঁর জীবন রইলো না। এই জীবন আল্লাহর কাছে উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত জীবন হয়ে গেল। এখন থেকে অপমান, বিরোধিতা, শত্রুতা ও অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণের কাজে দৃঢ়ভাবে আত্ম-নিয়োগ করলেন। সূরাটি নবী করীম (সাঃ) এর উপর একটি নির্দেশ দানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যার মর্ম হলোঃ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াও, যে সত্য তোমাকে প্রদত্ত হয়েছে তা প্রচার কর ও প্রকাশ্যে ঘোষণা কর। যারা এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে-ধন, মান, যশ ও শক্তি-সামর্থ্য যাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ-বধির করে রেখেছে, তাদেরকে সতর্ক করে দাও যে তারা এই কারণে শাস্তি পাবে, তারা আল্লাহর ইবাদত করেনি, অনাহারী দরিদ্রকে অনু দান করেনি, বরং তারা রং-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ ও বাজে কাজ করে দিন কাটিয়েছে। সূরাটির শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, কুরআন উপদেশমালায় পরিপূর্ণ একটি স্মারক-পুস্তক। এর মঙ্গল-বাণী যারা গ্রহণ করে তারা নিজেদের আত্মার মঙ্গলের জন্যই তা করে এবং যে একে প্রত্যাখ্যান করে সে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনে।



সূরা আল মুদাস্সের-৭৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি^{৩১৫৯}!

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

৩। তুমি ওঠো এবং সতর্ক কর

فَمَنْ نَذِرٌ

★ ৪। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা কর

وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ

★ ৫। এবং তোমার পোষাকপরিচ্ছদকে^{৩১৬০} পবিত্র কর*

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرُ

৬। এবং অপবিত্রতা থেকে (সম্পূর্ণরূপে) দূরে থাক^{৩১৬১}

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ

৭। এবং বেশি পাওয়ার (আশায়) অনুগ্রহ করো না

وَلَا تَسْنُنْ تَسْكَرُ

৮। এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধর।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ

৯। *আর শিংগায় যখন ফুঁ দেয়া হবে^{৩১৬২},

فَإِذَا نُفِثَ فِي النَّافُورِ

দেখুন ৪ ক. ১৪১ খ. ২৩৪১০২; ৫০৪২১; ৬৯৪১৪।

৩১৫৯। 'তাদাস্সারা' বা 'ইন্দাস্সারা' অর্থ সে নিজেকে পোষাকে জড়ালো। 'দাস্সারাহ্' অর্থ সে তাকে বা একে নিশ্চিহ্ন করলো, সে তাকে গরম পোষাকে জড়ালো। 'দাস্সারাতাইরো' অর্থ পাখিটা তার বাসাটি ঠিকঠাক করলো। 'তাদাস্সারাল ফারাসা' মানে সে লাফ দিয়ে ঘোড়ার উপর উঠলো ও ছুটলো। 'তাদাস্সারুল আদুওয়া' অর্থ সে শত্রুকে পরাভূত করলো (লেইন)। মূলশব্দ ও ধাতুর এইসব বিভিন্ন অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে, মুদাস্সের অর্থ দাঁড়ায়, -নিশ্চিহ্নকারী, সংস্কারক ও শৃঙ্খলাস্থাপনকারী, পরাভূতকারী, লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রাকারী। নবীর গুরুদায়িত্ববহনকারী ব্যক্তিকে এই সব উপাধি দেয়া যায় (কাসীর)। যিনি সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শক্তি, মেধা ও গুণাবলীসহ নবুওয়াত-মহিমায় মহিমামানিত তাকে 'মুদাস্সের' বলা যায় (রহুল মা'আনী)। এই সবগুলো গণবাচক নামই মহানবী (সাঃ) এর প্রতি যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যায়।

৩১৬০। 'সিয়াব' অর্থ পোষাক-পরিচ্ছদ, কোন ব্যক্তির পোষা বা অনুসারী, পরিধানকারী দেহ বা পরিধানকারী স্বয়ং (লেইন ও ষ্টীনগ্যাস)। মহানবী (সাঃ)কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তাঁর সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবতীর্ণ হবার পূর্বে একদল পূত-পবিত্র, পুণ্যচেতা অনুসারী তৈরী করা প্রয়োজন। আয়াতটির অর্থ হতে পারে, নবী করীম (সাঃ)কে স্বয়ং পুণ্যের প্রতীক হতে হবে, ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্র আচরণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

★ ['সিয়াবাক' শব্দটি দিয়ে অন্তরকেও বুঝাতে পারে। আর সেক্ষেত্রে এটিকে আলংকারিকরূপে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, 'সিয়াবাক' শব্দটি আক্ষরিকভাবে পোষাকপরিচ্ছদকে বুঝায়। অতএব কেউ যদি এটিকে আলংকারিকরূপে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে অন্তরই এর একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যামূলক অর্থ নয়। এ প্রেক্ষিতে 'সিয়াবাক' শব্দটি খুব সম্ভব মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং প্রস্তাবিত বিকল্প অনুবাদটি হলো আক্ষরিক। এটি পাঠককে অনেক ব্যাপক ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৬১ ও ৩১৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০। *সেদিনটি হবে অত্যন্ত কঠিন দিন^{৩৬৩}।

فَذَلِكَ يَوْمٌ مِنْ يَوْمٍ عَسِيرٍ ۝

১১। (সেদিনটি) কাফিরদের জন্য (মোটেও) সহজ হবে না।

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

১২। *তুমি আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি তাকে একাকী ছেড়ে দাও^{৩৬৪}।

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

১৩। *আর আমি তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছিলাম

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝

১৪। *এবং নিত্যসঙ্গী সন্তানসন্ততিও (তাকে দিয়েছিলাম)^{৩৬৫}।

وَبَيْنَ شُهُودًا ۝

১৫। আর আমি (পৃথিবীকে) তার জন্য উত্তম প্রতিপালন ক্ষেত্র বানিয়েছি।

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهْنِيدًا ۝

১৬। তথাপি সে লোভ করে যেন আমি (তাকে) আরো দেই।

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝

১৭। কখনো না^{৩৬৬}। নিশ্চয় সে আমাদের নিদর্শনাবলীর শত্রু ছিল।

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِتْتِئَانًا عَيْنِي ۝

১৮। আমি অবশ্যই তাকে ক্রমবর্ধমান দুঃখকষ্টে জর্জরিত করবো।

سَأُزَيِّقُهُ صُعُودًا ۝

১৯। নিশ্চয় সে (আমার আয়াতগুলো শুনে) ভালভাবে চিন্তা করলো এবং অনুমান করলো।

إِنَّهُ فَكَرَ فَقَدَرًا ۝

দেখুন : ক. ২৫ঃ২৭ খ. ৬৮ঃ৪৫; ৭৩ঃ১২ গ. ৬৮ঃ১৫; ঘ. ৬৮ঃ১৫।

৩১৬১। ‘রুজ্‌য’ অর্থ প্রতিমা-পূজাও হয় (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে মহানবী (সাঃ)কে মূর্তি-পূজার অবসান ঘটাতে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৩১৬২। আয়াতটির অর্থ : যখন আল্লাহর প্রেরিত সংস্কারক তথা আল্লাহর শিক্ষা যার মাধ্যমে আল্লাহ মানবকে নিজের দিকে আহ্বান করেন- অথবা মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর উদাত্ত আহ্বানকেও এখানে শিক্ষা বুঝাতে পারে।

৩১৬৩। ‘কঠিন দিন’ বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝাতে পারে অথবা শির্ক বা অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাজয় ও সত্যের পূর্ণ বিজয়কেও বুঝাতে পারে।

৩১৬৪। আয়াতটি এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারেঃ আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার সাথে ব্যবহার করার বিষয়টা আমার উপরই ছেড়ে দাও। অথবা এর তাৎপর্য হতে পারেঃ যে ব্যক্তি আমার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করে নিজেকে সকলের উপরে অদ্বিতীয় মনে করে তার বিচার-ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। ওয়াহিদ অর্থ ‘অদ্বিতীয়’, ‘তুলনাহীন’ও হয় (লেইন)।

যদিও এই আয়াতটিসহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াত প্রত্যেক উদ্ধৃত ও অহংকারী অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তথাপি এই আয়াতগুলো বিশেষভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য। এই ব্যক্তি কুরায়শদের মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। তার সাথীদের মধ্যে সে ‘অনন্য’ ও ‘কুরায়শদের সৌরভ’ নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সুন্দর, সুললিত কবিতা আবৃত্তি ও অন্যান্য কার্যাবলীর জন্যও বিখ্যাত ছিল। তার দশ থেকে তেরটি পুত্র ও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল।

৩১৬৫। আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ ওয়ালিদের ছেলেরা সমাজে সম্মানিত ছিল। ওয়ালিদ যে সব সমাবেশে উপস্থিত থাকতো সেখানে তার ছেলেদেরকেও বিশিষ্ট স্থান দেয়া হতো। অথবা ওয়ালিদ এতই ধনী ছিল যে তার ছেলেরা সর্বদাই তাকে সঙ্গ দান করতো। কেননা তাদেরকে রুজ্‌-রোজগারের জন্য কোথাও যেতে হতো না।

৩১৬৬। ‘কাল্লা’ শব্দটি অনুরোধ-প্রত্যাখ্যান অর্থে এবং অন্যায় অনুরোধের জন্য ভর্ৎসনারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ((মুফরাদাত্, লেইন)।

২০। অতএব সে ধ্বংস হোক! সে কিরূপ অনুমান করলো!

فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ

২১। সে আবারো ধ্বংস হোক!^{৩৬৭} সে কিরূপ অনুমান করলো!

ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ

২২। এরপর সে তাকিয়ে দেখলো।

ثُمَّ نَظَرَ

২৩। ^{৩৬৮}এরপর সে ^{৩৬৯}কুঁচকালো এবং মুখ বিকৃত^{৩৬৮} করলো।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

২৪। এরপর সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং অহংকার করলো।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

২৫। তখন সে বললো, ^{৩৬৯}‘এ তো কেবল পরম্পরায় প্রাপ্ত এক যাদু।

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ

২৬। এ তো কেবল মানুষের কথা।’

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

★ ২৭। আমি তাকে অচিরেই ^{৩৭০}‘সাকার’ এ নিষ্ক্ষেপ করবো।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

★ ২৮। আর তোমাকে কিসে জানাবে ‘সাকার’ কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ

★ ২৯। এটি কাউকে নিষ্কৃতি দেয় না এবং কোন কিছুই ছাড়ে না।

لَا يُبْقِي وَلَا تَذَرُ

★ ৩০। ^{৩৭১}এটি চামড়া ঝলসে দেয়।

لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

৩১। এর ওপর উনিশ^{৩৭২} (জন প্রহরী) রয়েছে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

দেখুন ৪ ক. ৮০ঃ২ খ. ৩৪ঃ৪৪; ৩৭ঃ১৬ গ. ৩৭ঃ২৪ ঘ. ৭০ঃ১৭।

৩১৬৭। এই অভিষাপ-বাক্যটি বিশেষভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পদে পদে তার বিপদ ও ধ্বংস আসতে লাগলো। তার তিন পুত্র ওয়ালিদ, খালিদ ও হিশাম ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্যান্যরা তার চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেল। সে আর্থিক দিক দিয়ে এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চললো যে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে লাক্ষিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।

৩১৬৮। ওয়ালিদকে যখন কুরআন পাঠ করে শোনানো হলো তখন সে বিরক্ত হয়ে ক্রুদ্ধিত করলো এবং ক্রোধ প্রকাশ করে চলে গেল।

৩১৬৯। মানুষের নয়টি মুখ্য ইন্দ্রিয় আছে। এগুলোর মধ্যে সাতটি বহিরেন্দ্রিয়, একটি মহাজাগতিক স্থানের (space) প্রেক্ষিতে আমাদের যথার্থ অবস্থান নির্ণয়কারী এবং অপরটি অভ্যন্তরীণ অস্ত্রীয়-ইন্দ্রিয় যা ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায়। এই নয়টি ইন্দ্রিয়ের আবার প্রতিপক্ষস্বরূপ নয়টি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় আছে। আর এগুলোর সকলের উপরে রয়েছে একটি রক্ষণেন্দ্রিয় বা নিয়ন্ত্রণকারী ইন্দ্রিয় যাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত করতে পারি। এই সবগুলোকে উনিশটি দোযখ-রক্ষী বলা হয়েছে। নতুবা এই উনিশ সংখ্যাটি এমন কোন মহান ঐশী গোপন রহস্য হতে পারে যা ‘কিতাবধারীদের’ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যার তাৎপর্য ও বাস্তবতা আল্লাহ তাআলা সময়মত প্রকাশ করবেন। তখন কিতাবধারীরা কুরআনের শিক্ষার সত্যতাকে স্বীকার করে নিবে এবং মু’মিনদের ঈমানের দৃঢ়তা ও শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এমন দুঃসাহস কার আছে, যে বলতে পারে, ঐশী গোপন রহস্যাবলীর সবটাই সে জেনে ফেলেছে?

৩২। আর আমরা কেবল ফিরিশ্তাদেরকেই জাহান্নামের গ্রহরী নিযুক্ত করেছি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি অস্বীকারকারীদের জন্য এক পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি যেন (এর মাধ্যমে) আহলে কিতাবরা দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং মু'মিনদের ঈমান সমৃদ্ধ হয় আর আহলে কিতাব ও মু'মিনরা কোন রকম সন্দেহে না থাকে। এর ফলে যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিররা বলে, 'এ *দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ্ কী বুঝাতে চান?' এভাবেই আল্লাহ্ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান তাকে হেদায়াত দেন। *আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। আর এতো কেবল মানুষের জন্য এক বড় উপদেশবাণী।

১
[৩২]
১৫

৩৩। সাবধান! চাঁদের কসম

৩৪। এবং রাতের (কসম) যখন এর অবসান হয়।

৩৫। *আর প্রভাতের^{৩১০} (কসম) যখন তা আলায়ে উদ্ভাসিত হয়

৩৬। যে, এটি *নিশ্চয় (প্রতিশ্রুত) বড় বিষয়গুলোর একটি

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারীরূপে

৩৮। যেন তোমাদের মাঝে যে চায় সে এগিয়ে যায় এবং যে চায় সে পিছনে রয়ে যায়।

৩৯। *প্রত্যেক ব্যক্তি (নিজ) কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ^{৩১১}

৪০। *ডান দিকের লোকেরা ছাড়া,

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا
عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُؤَدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَتَّبَعَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن
يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا
ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣٢﴾

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٣﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٤﴾

وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَفَ ﴿٣٥﴾

إِنَّمَا لِأَحَدِي الْكِبَرِ ﴿٣٦﴾

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٧﴾

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٨﴾

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٩﴾

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٤٠﴾

দেখুন ৪ ক. ২৪২৭; খ. ৩৩১০; ৪৮৪৫ গ. ৮১৪১৯ ঘ. ৭৯৪৩৫ ঙ. ১৪৪৫২; ৪০৪১৮; ৪৫৪২৩ চ. ৫৮৪২৮; ৯০৪১৯।

৩১০। 'প্রভাত' বলতে নবী করীম (সাঃ) এর 'প্রতিনিধি' প্রতিশ্রুত মসীহকে বুঝাতে পারে এবং প্রস্থানকারী রাত্রি বলতে অন্ধকারের যুগকে বুঝাতে পারে, যা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনে বিদূরিত হবে।

৩১১। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপের জন্য দায়ী থাকবে, যে পর্যন্ত কৃত পাপসমূহের জন্য সে দায়-শোধ না করবে অর্থাৎ পাপের শাস্তি ভোগ করে যে পর্যন্ত না তার পাপ ধৌত হয়ে যাবে সে পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।

৪১। যারা জান্নাতে থাকবে। (তারা) একে অন্যকে জিজ্ঞেস করবে

فِي جَنَّتٍ شَتَا لَوْ أَنَّ

৪২। অপরাধীদের সম্পর্কে,

عَنِ الْجُورِينَ

★ ৪৩। 'কিসে তোমাদের 'সাকার' এ নিয়ে এল'?

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

৪৪। তারা বলবে, *আমরা নামাযী ছিলাম না

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

৪৫। *এবং আমরা অভাবীদের খাওয়াতাম না।

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْيَسْكِينِ

৪৬। আর আমরা বাজে আলোচনায় মত্ত (লোকদের) সাথে (আলোচনায়) মত্ত হয়ে যেতাম।

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْفَاحِشِينَ

৪৭। আর আমরা *বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম।

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ

৪৮। অবশেষে আমাদের ওপর *মৃত্যু^{১১২} এসে গেল'।

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ

৪৯। সুতরাং *সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ

৫০। তাদের কী হয়েছিল, তারা উদ্দেশপূর্ণ কথা থেকে (এভাবে) মুখ ফিরিয়ে রাখতো

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

৫১। যেন এরা ভীতসন্ত্রস্ত গাধা,

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ

৫২। (যারা) সিংহের ভয়ে পালাচ্ছে?

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

৫৩। বরং এদের প্রত্যেকে এটাই চাইতো, (তার মতাদর্শ প্রচারের জন্য যদি) ব্যাপক হারে বিতরণযোগ্য পুস্তকপুস্তিকা^{১১৩} তাকে দেয়া হতো!*

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

৫৪। কখনো নয়। বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।

لَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ

দেখুন : ক. ৭৫ঃ৩২ খ. ৬৯ঃ৩৫; ৮৯ঃ১৯; ১০৭ঃ৪ গ. ৭৫ঃ৩৩ ঘ. ১৫ঃ১০০ ঙ. ২০ঃ১১০; ৩৪ঃ২৪।

৩১৭২। 'ইয়াকীন' অর্থ, নিশ্চিত সত্য, নিরাপত্তা, মৃত্যু (আকরাব)।

৩১৭৩। কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, অবিশ্বাসীরা এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী জানিয়েছিল, যে পর্যন্ত না মহানবী (সাঃ) আকাশ থেকে তাদের পাঠের জন্য তাদের উপস্থিতিতে একটি পুস্তক নামিয়ে আনবেন সে পর্যন্ত তারা ঈমান আনবে না। এই আয়াত তাদের ঐ দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করছে (১৭ঃ ৯৪)।

★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৫। সাবধান! নিশ্চয় এ (কুরআন) এক বড় উপদেশবাণী।

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۝

৫৬। সুতরাং যে চায় সে যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝

৫৭। আর *আল্লাহ্ চাইলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে^{৩১৭৪}।
১৬ তিনিই একমাত্র ভয় করার ও ক্ষমা করে দেয়ার যোগ্য।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّوَّابِ ۝
وَأَهْلُ الْغُفْرَةِ ۝

দেখুন : ক. ৭৬:৩১, ৮৪:৩০

★ [এ আয়াতটি ‘ওয়া ইয়াসুহুফু নুশিরাত’ এ বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩১৭৪। কাফিররা কুরআন দ্বারা কখনো উপকৃত হবে না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে একীভূত করে নিবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছার উপর আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বলবৎ করবে। (৭৬ঃ৩১)